দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

যেদিন ভারতে ডিম বিক্রিকরতে পারব, সেদিন অর্থনীতি পাল্টে যাবে-ড. ইউনূস

লেখক: ইত্তেফাকরিপোর্ট | বুধবার, ১৩ জুন ২০১২, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, পদ্ধতিগত সমস্যার কারণেই এদেশের মানুষ দরিদ্র। আগামী ২০ বছর পরের প্রজন্ম হয়তো দারিদ্র্য কি জিনিস তা জানবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা তরুণদের সামনে তুলে ধরেন এবং তরুণদেরকেই আগামী দিনের জন্য 'ফিকশন' রচনার আহ্বান জানান। তিনি কৃষিসহ অন্যান্য খাতের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা ভারত থেকে ডিম কিনি। যেদিন আমরা ভারতে ডিম বিক্রি করতে পারবো সেদিন আমাদের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে। তাই মাছ, কৃষিসহ যেকোনো পণ্য উৎপাদন আমাদের বাড়াতে হবে।

মঙ্গলবার বিকালে ব্র্যাক ইউনি-ভার্সিটি মিলনায়নতনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ও এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম আয়োজিত সামাজিক ব্যবসা বিষয়ক একক বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। এতে সভাপতিত্ব করেন তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. আকবর আলী খান। গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে তিনি বলেন, চারদলীয় জোট সরকারের সময় গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের কাছে দেয়ার একটি সিদ্ধান্ত পরিকল্পনাধীন ছিল। পরে তত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এই কাজটি চূড়ান্ত হলেও মহাজোট সরকার আর তা বাস্তবায়ন করেনি। তরুণদের জন্য তিনি বলেন, সায়েন্স ফিকশন আছে। বিজ্ঞান নিয়ে নানা কল্পকাহিনী আছে; কিন্তু আজ থেকে ২০ বা ৫০ বছর পরে মানুষ কোথায় যাবে, কি সামাজিক পরিবর্তন হবে, তার কোনো ফিকশন আমরা করতে পারিনি। তাই তোমাদের এখনই সামাজিক ফিকশনগুলো তৈরি করতে হবে। যাতে তোমরাই এর বাস্তবায়ন করতে পারো।

ড. ইউনূস বলেন, পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয়। অর্থনীতির অবস্থা নড়বড়ে। পুনঃপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে করে আমরা একসাথে সমস্যার সমাধান করতে পারি। সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য দিনে দিনে কমে আসছে। আজ যে কাজ অসম্ভব কাল তা সম্ভব হচ্ছে। আর এজন্য তরুণরাই কৃতিত্বের দাবিদার।

সামাজিক ব্যবসার বর্ণনা দিতে গিয়ে ড. ইউনূস বলেন, সামাজিক ব্যবসা মানে অর্থ নয়, এটি একটি চিন্তা। সামাজিক ব্যবসায় মুনাফা নেয়ার রেওয়াজ নেই। এটা মানুষের মঙ্গলের জন্য। এখান থেকে এর উদ্যোক্তারা মুনাফা নিতে পারবে না। আমরা টাকা উপার্জন করে যেমন আনন্দ পাই। তেমনি মানুষের সমস্যা দূর করতে পারলেও আনন্দ পাই। আর এ দুই তৃপ্তির মধ্যে সমন্বয় করতে পারে সামাজিক ব্যবসা। তিনি তরুণদের উদ্দেশে বলেন, আগামী ২০ বছর পরের প্রজন্ম হয়তো দারিদ্র্য কি তা জানবে না। অথবা বেকারত্ব শব্দটির মানে তাদের কাছে বোধগম্য হবে না। এভাবে ২০ কিংবা ৫০ বছর পরে কি হবে, তার ফিকশন তরুণ প্রজন্মকেই করতে হবে। 'চিন্তা ও পরিকল্পনা' তোমাদেরকেই করতে হবে।

তিনি বলেন, কেউ দরিদ্র নয়, কিংবা দরিদ্ররা দারিদ্র্যের জন্য দায়ী নয়। এজন্য দায়ী পদ্ধতি। যে পদ্ধতি তৈরি করছে সে-ই এজন্য দায়ী। প্রতিটি মানুষই উদ্যোক্তা। তাই পদ্ধতি বদলাতে হবে। তিনি বলেন, এখানকার ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে ধনীরা আরো ধনী হবে। আর দরিদ্ররা দরিদ্রই থেকে যাবে। ধনীদের অর্থ তৈরির কাজেই ব্যাংকগুলো কাজ করছে। এটি আমাকে বিস্মিত করেছে। অথচ যার অর্থ নেই, তার জন্য কিছুই করছে না ব্যাংকগুলো। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এই ধারণা পাল্টে দিয়েছি।

ড. ইউনূস বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকরা সঞ্চয়ও করে। আমাদের ২ হাজার ৬শ শাখা রয়েছে। এসব শাখায় গিয়ে আমি ব্যাংকের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলি। তারা গ্রাহকদের 'ঋণ গ্রহীতা' বলে। তখন আমি তাদের বলি- এটা বলা যাবে না। তারা অর্থ ধার দেয় কিংবা ঋণ প্রদানকারী। আমরা ঋণ গ্রহণকারী। আমি বিষয়টি তাদের এভাবেই দেখতে বলি। গ্রামীণ ব্যাংক একটি সঞ্চয়ী ইনস্টিটিউট।